[redacted]

[redacted]

মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৭ দশমিক ৮২ শতাংশ।

১২ মাসের গড় হিসাবে (২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর) দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ২৯ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে নীতি সুদহার ও ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়নোসহ নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার। তার আগের অর্থবছরে (২০২১-২২) গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ দশমিক ১৫ শতাংশ।

আইএমএফ প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ভারসাম্যে ঘাটতি অব্যাহত থাকবে।

আইএমএফ প্রতিবেদনে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও বিস্তারিত বলা হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিজনিত সংকট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে বিশ্ব অর্থনীতি। যুদ্ধের কারণে খাদ্য ও জ্বালানি বাজার বিঘ্নিত হয়েছে; সেই সঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতির রাশ টানতে নীতি সুদহার অভূতপূর্ব হারে বাড়ানো হয়েছে-এসব কারণে বিশ্ব অর্থনীতি গতি হারালেও থমকে যায়নি।

আইএমএফ বলেছে, মূল্যস্ফীতির হার অভূতপূর্ব উচ্চতায় উঠে গেলে গত বছরের শেষ বিশ্ব অর্থনীতির কার্যক্রম সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে, যদিও মূল্যস্ফীতির হার ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসেছে।

আইএমএফ বলেছে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক মন্দা হওয়ার আশঙ্কা নেই। অর্থনীতির বিশেষ ক্ষতি না করে মূল্যস্ফীতির হার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটি উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রেকর্ড হারে নীতি সুদহার বাড়ালেও বেকারত্ব তেমন একটা বাড়বে না বলেই পূর্বাভাস।